প্রেমবৈচিত্ত্য ও আক্ষেপানুরাগ :

প্রেমের মিলন অবস্থায় ও কল্পনায় বিরহের যে আত্যন্তিক অনুভূতি, তারই পারিভাষিক নাম প্রেমবৈচিত্ত্য। প্রেমবৈচিত্ত্যের সংজ্ঞা—

'প্রিয়স্য সন্নিকর্ষেঽপি প্রেমোৎকর্ষ স্বভাবতঃ।
যা বিশ্লোষধিয়ার্তিস্তৎ প্রেমবৈচিত্ত্যমুচ্যতে।।'

অর্থাৎ, প্রেমের উৎকর্ষ হেতু প্রিয়ের কাছে থেকেও বিচ্ছেদ ভয়ে নায়িকার যে বেদনার উপলব্ধি তার নাম প্রেমবৈচিত্ত্য।

প্রসঙ্গত রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রা'র 'স্বর্গ হইতে বিদায়' কবিতাটির উল্লেখ করা যেতে পারে। কবিতাটিতে কবি বলেছেন—

"সারাক্ষণ জাগি রবে কম্পমান প্রাণে
শঙ্কিত অন্তরে ঊর্ধ্বে দেবতার পানে
মেলিয়া করুণ দৃষ্টি, চিন্তিত সদাই
যাহারে পেয়েছি তারে কখন হারাই।"

স্নেহের এই বিষয়টির সঙ্গে প্রেমবৈচিত্ত্যের তুলনা করা যেতে পারে। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের কবিতাটি বাৎসল্যকেন্দ্রিক, অন্যদিকে বৈষ্ণব কবিতা মধুর রসভিত্তিক।

বৈষ্ণব পদাবলির সেই 'দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া" পংক্তিগুলি প্রেমবৈচিত্ত্যের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। প্রেমবৈচিত্ত্যের মূল কথা প্রেমের উৎকর্ষ এবং প্রেমের উৎকর্ষের জন্য নিজের ভাগ্যের প্রতি আক্ষেপ—তাই এই পদগুলিতে বিরহের সুর আছে। আর একেই বৈষ্ণব পদাবলি-তে বলা হয়েছে আক্ষেপানুরাগ।

নায়ক-নায়িকার মিলনের পরে গাঢ় অনুরক্তিজনিত যে আক্ষেপ, তাকেও বলা যায় আক্ষেপানুরাগ। 'রসকল্পবল্লী'-তে বলা হয়েছে—

'আক্ষেপানুরাগ উক্তি নানাবিধ হয়ে।
দিগদরশন লাগি কিঞ্চিৎ কহিয়ে।।
কৃষ্ণকে আক্ষেপ করে আর মুরলীকে।।
দূতিকে আক্ষেপ করে আর যে সখীকে।
গুরুজনে আক্ষেপ আর কুলশীল জাতি।
আপনাকে নিন্দে কভু দৈন্যভাব গতি।।'

প্রেমবৈচিত্ত্য ও আক্ষেপানুরাগ—উভয় রসপর্যায়েই রাধার হৃদয়-বেদনা নৈরাশ্য ও আক্ষেপের আকারে প্রকাশিত হয়, উভয় পর্যায়েই থাকে অতি গাঢ় ও গূঢ় অনুরাগের দ্যোতনা। তা সত্ত্বেও এ দুয়ের মাঝে ভেদচিহ্ন বর্তমান। প্রেমবৈচিত্ত্য পর্যায়ে কৃষ্ণ-সন্নিধানে অবস্থিতিকালেই রাধার হৃদয়ে বিরহভ্রান্তিজনিত বেদনার প্রকাশ; অপরদিকে আক্ষেপানুরাগে অনুপস্থিত নায়কের উদ্দেশ্যে কিংবা তাঁকে কেন্দ্র করেই চলে রাধার বিলাপ অথবা ভর্ৎসনা। একটা বঞ্চনাবোধ জনিত শূন্যতার বেদনা রাধার হৃদয়কে নিরন্তর দহন করতে থাকে। এই বেদনার অভিঘাতেই রাধা বিলাপ করেন :

সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু
অনলে পুড়িয়া গেল।'

প্রেমবৈচিত্ত্যেরই একটি দিক আক্ষেপানুরাগ। অনুরাগ চার প্রকার—আক্ষেপানুরাগ, রূপানুরাগ ইত্যাদি। বিরহ-কাতরা রাধা যখন কৃষ্ণের প্রতি অনুরক্তিবশত নিজেকেই নিজে আক্ষেপ করেন, বংশীধ্বনি শুনে আকুল হয়ে আত্মসমর্পণের জন্য যখন আক্ষেপ করেন, কখনও কৃষ্ণ, কখনও মুরলী, কখনও গুরুজন, কখনও বিধাতা, কখনও সখী

যত নিবারিয়ে[১] চাই[২] নিবার না যায় রে।
আন[৩] পথে যাই সে কানু-পথে ধায় রে।।
এ ছার রসনা[৪] মোর হইল কি বাম[৫] রে।
যার নাম নাহি লই[৬] লয় তার নাম রে।।
এ ছার নাসিকা মুই যত করু বন্ধ।
তবু ত দারুণ নাসা পায় শ্যাম গন্ধ।।
সে না কথা না শুনিব করি অনুমান।
পরসঙ্গ[৭] শুনিতে আপনি যায় কান।।
ধিক্ রহু এ ছার ইন্দ্রিয় মোর সব।
সদা সে কালিয়া কানু হয় অনুভব[৮]।।
কহে চণ্ডীদাসে রাই ভাল ভাবে আছ।
মনের মরম কথা কারে নাহি পুছ[৯]।।

—চণ্ডীদাস